উচ্চমাধ্যমিক ২০২৩

■ **পরীক্ষা হবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.১৫ পর্যন্ত। (প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর)।**

১৪ মার্চ -- বাংলা (প্রথম ভাষা), ইংরেজি (প্রথম ভাষা), হিন্দি (প্রথম ভাষা), নেপালি (প্রথম ভাষা), উর্দু, সাঁওতালি, ওড়িয়া, তেলুগু, গুজরাতি, পাঞ্জাবি

১৬ মার্চ – ইংরেজি (দ্বিতীয় ভাষা), বাংলা (দ্বিতীয় ভাষা), হিন্দি (দ্বিতীয় ভাষা), নেপালি (দ্বিতীয় ভাষা), অল্টারনেটিভ ইংলিশ

১৭ মার্চ -- (ভোকেশনাল বিষয়) হেল্থকেয়ার, অটোমোবাইল, অর্গানাইজড রিটেলিং, সিকিউরিটি, আইটি অ্যান্ড আইটিইএস, ইলেকট্রনিকস, টুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, প্লাম্বিং, কনস্ট্রাকশন, অ্যাপারেল, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস, এগ্রিকালচার, পাওয়ার

১৮ মার্চ – বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, বিজনেস স্টাডিজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

২০ মার্চ -- অঙ্ক, সাইকোলজি, অ্যানথ্রোপলজি, অ্যাগ্রোনমি, ইতিহাস

২১ মার্চ – কম্পিউটার সায়েন্স, মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, হেল্থ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, মিউজিক, ভিজুয়াল আর্টস

২২ মার্চ -- কমার্শিয়াল ল' অ্যান্ড প্রিলিমিনারিজ অফ অডিটিং, ফিলোজফি, সোসিওলজি

২৩ মার্চ – পদার্থবিদ্যা, নিউট্রিশন, এডুকেশন, অ্যাকাউন্টেন্সি, ইকোনমিকস

২৫ মার্চ -- রসায়ন, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, সংস্কৃত, পার্সিয়ান, অ্যারাবিক, ফ্রেঞ্চ

২৭ মার্চ – স্ট্যাটিসটিকস, ভূগোল, কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন, হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট

অন্য স্কুলে সিট

আগামী বছর পরীক্ষা পুরো সিলেবাসে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী বছররের উচ্চমাধ্যমিক পুরো সিলেবাসে হবে বলে জানিয়ে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। শুক্রবার সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য একথা জানিয়েছেন। চলতি বছরে কোভিডের কারণে হোম সেন্টারে পরীক্ষা হয়। আগামী বছর থেকে ফের আগের মতো অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে পড়ুয়াদের। কোভিডের কারণে ২০২০ সালে মাঝপথে থেমে যায় উচ্চমাধ্যমিক। সব বিষয়ের পরীক্ষা হয়নি। পরের বছর কোনও পরীক্ষাই হয়নি। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের উপর ভিত্তি করে বিকল্প মূল্যায়নে ফল প্রকাশ হয়। পাস করেছিল একশো শতাংশ পড়ুয়া। চলতি বছরে পরীক্ষা হলেও ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ সিলেবাস ছাঁটা হয়। আগামী বছর তা হবে না। দ্বাদশ শ্রেণির গোটা সিলেবাসের উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। একাদশের পরীক্ষাও হবে গোটা সিলেবাসে। তবে একাদশের ক্ষেত্রে আগের মতোই স্কুলে হবে পরীক্ষা। এদিন উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করে আগামী বছরের একাদশ এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করে সংসদ। দু'টি পরীক্ষাই হবে ১৪ থেকে ২৭ মার্চ। একাদশের পরীক্ষা চলবে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫.১৫ পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিক হবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.১৫ পর্যন্ত। তবে আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিকের প্র্যাকটিক্যাল নিতে হবে চলতি বছরের ৫ থেকে ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে।

জেলাভিত্তিক পাসের হার

১) পূর্ব মেদিনীপুর - ৯৮.৪১
২) পশ্চিম মেদিনীপুর -৯৬.২৯
৩) ঝাড়গ্রাম- ৯৩.৭৩
৪) পুরুলিয়া- ৯৩.২৭
৫) কালিম্পং - ৯২.৫৪
৬) দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৯১.৮৮
৭) বাঁকুড়া - ৯১.৭৪
৮) উত্তর ২৪ পরগনা - ৮৯.১০
৯) মালদহ - ৮৮.৬১
১০) উত্তর দিনাজপুর - ৮৮.৫৪
১১) হুগলি - ৮৭.৮১
১২) হাওড়া - ৮৭.৫২
১৩) কলকাতা - ৮৭.৪৯
১৪) বীরভূম - ৮৭.২৭
১৫) পূর্ব বর্ধমান - ৮৬.৮৬
১৬) মুর্শিদাবাদ - ৮৬.৪৪
১৭) নদিয়া - ৮৬.৩১
১৮) দক্ষিণ দিনাজপুর - ৮৪.৫৭
১৯) দার্জিলিং - ৮৩. ২৯
২০) আলিপুরদুয়ার - ৮১.০০
২১) কোচবিহার - ৮০.৭১
২২) পশ্চিম বর্ধমান - ৭৭.২৮
২৩) জলপাইগুড়ি - ৭৩.৫০

পথশিশুদের জন্য কাজ করতে চান উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম অধীশা

নতুন লড়াইয়ের স্বপ্ন নিয়ে চনমনে ওঁরা

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো: মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মাধ্যমিকে। দু'বছর পর উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে সেরা হয়ে সেই দুঃখ সুদে-আসলে মিটিয়ে নিয়েছেন দিনহাটার অধীশা দেবশর্মা।

দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুলের ছাত্রী অধীশাকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পিছনে কাজ করেছে ছিপছিপে কন্যার জেদ। যা তৈরি হয়েছিল ঠাকুরদা সন্তোষ দেবশর্মার একটা বাক্যে। মাধ্যমিকে ৬৭৮ নম্বরের কারণে মেধা তালিকায় জায়গা না পাওয়া তেতে ওঠা নাতনিকে তিনি বলেছিলেন, "উচ্চমাধ্যমিকে এমন রেজাল্ট করো, যাতে সাংবাদিকরা বাড়িতে ছুটে আসে ইন্টারভিউ নিতে।" যা শুনে সেই দুপুরে তেতে গিয়েছিলেন অধীশা। শুরু হয়েছিল দাঁতে দাঁত চাপা প্রস্তুতি। অবশেষে ৪৯৮ নম্বর পেয়ে প্রথম। অধীশার বাবা তপন দেবশর্মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা ইন্দিরাদেবী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত। নাচ, গান, আবৃত্তি বা গিটার বাজানো বা রান্না— অধীশার সময়যাপন বহুমুখী পথে। ৯ জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনার ফাঁকে সমানতালে চলেছে সে সবও। বড় হয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া নয়, অধীশার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পথশিশুদের জন্য কাজ করা। বাবা অসুস্থ থাকায় বারবার ভিন রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছে অধীশাকে। সে সময় ট্রেনে নাচ-গান করে শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছে প্রতিবারই। যে ছবি নাড়িয়ে দিয়েছে কিশোরীমনকে। প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বপ্ন সফল করতে আগামী দিনে অঙ্ক অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করাই অধীশার লক্ষ্য।

মাত্র এক নম্বরের ফারাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন পিংলা থানার জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তনের দুই হরিহর আত্মা বন্ধু সায়নদীপ সামন্ত ও পরিচয় পাড়ি। দু'জনের সাফল্যের পথে হাঁটার গল্পটাও হুবহু এক। দু'জনের বাড়ি সবং থানার অন্তর্গত বলপাইয়ে। দু'জনেরই মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা বাড়ির কাছে বলপাই পশুপতি সুরেন্দ্র বিদ্যাপীঠে। মাধ্যমিকে পরিচয় পেয়েছিলেন ৬৪৮ নম্বর, সায়নদীপ ৬৩৮। উচ্চমাধ্যমিকে ফল আরও ভাল করতে দু'জনেই ভর্তি হন জলচকের এই স্কুলে। সায়নদীপের প্রাথমিক শিক্ষক পিতা বাড়ি ভাড়া নেন জলপাইয়ে। সাধারণ কৃষক পরিবারের ছেলে পরিচয় অবশ্য ছ' কিলোমিটার দূরের বাড়ি থেকেই যাতায়াত করেছেন দু'বছর। ন'জন গৃহশিক্ষক ছিল সায়নদীপের। ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতা, দুর্বল চেহারার মেধাবী কৃষকপুত্র পরিচয় সেখানে নিজের গৃহশিক্ষকের বদলে কোচিং ক্লাসেই উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি নিয়েছেন। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চান ৪৯৭ নম্বর পাওয়া সায়নদীপ। ৪৯৬ নম্বর পাওয়ার পর পরিচয়ের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হবেন। ফল জানার পর দু'জনের মুখেই যেন জেতার হাসি। বলছেন, "এই সাফল্যের পিছনে বাবা, মা ও শিক্ষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। জানতাম ভাল ফল হবে। কিন্তু এতটা ভাল আশা করিনি।" তৃতীয় স্থানে থাকা কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের ছাত্র অভীক দাসের মন যেন একটু খারাপ। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিকে দ্বিতীয় হওয়া অভীক ৪৯৬ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে এক ধাপ নেমে গিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে অবশ্য সর্বোচ্চ তিনিই। কাটোয়া পুরএলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা ছোট থেকেই পড়াশোনায় তুখড় অভীকের পিতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মা গৃহবধূ। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চাওয়া এই মেধাবী পড়ুয়া দিনে ১২-১৩ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছেন উচ্চমাধ্যমিকের সময়। অবসর সময় গল্পের বই। প্রিয় সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তবে স্মার্টফোন এড়িয়েই চলতেই পছন্দ তাঁর। অনলাইন ক্লাস বা প্রয়োজন ছাড়া সেভাবে স্মার্টফোন ব্যবহার করেননি অভীক।

কলকাতায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন পাঠভবনের রোহিন সেন। মা অধ্যাপিকা, বাবা বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তা। শান্ত, মেধাবী রোহিনের পড়াশোনার থেকে খেলা বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাই বেশি পছন্দের। অনলাইন ক্লাস চলাকালীন ফাঁকিও মেরেছেন গলফ আর টেনিসের টানে। সব বিষয়ের জন্য তাই গৃহশিক্ষক থাকলেও পরীক্ষার ফল নিয়ে কোনও বাড়তি চাপ ছিল না। তাই শুক্রবার বেলা অবধি ঘুমে ছিলেন কাদা। ফোন করে সুখবর দেন বন্ধুরাই। রোহিনের ইচ্ছা ইকোনমিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়াশোনা করা।

মেধাতালিকায় ছাত্রদের ঘাড়ে নিশ্বাস ছাত্রীদের

সমানে সমানে টক্করে মেয়েরাও

দীপালি সেন

স্টাফ রিপোর্টার : মেধাতালিকায় সমানে সমানে টক্কর ছাত্রীদের। টক্কর এতটাই প্রবল যে ছেলেদের পিছনে ফেলে প্রথম স্থান দখল করে নিলেন অধিশা দেবশর্মা। মেধাতালিকায় প্রথম দশে থাকা ২৭২-এর মধ্যে ১২৮ জনই মেয়ে। সফলতার দিক থেকে সংখ্যার বিচারেও ছাত্রদের থেকে এগিয়ে ছাত্রীরা। দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘু ক্ষেত্রেও ছেলেদের পিছনে ফেলে দিয়েছে মেয়েরা।

মেধাতালিকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্বলজ্বল করছে কন্যাশ্রীদের নাম। সংখ্যায় ১২৮। শতাংশে মেধাতালিকায় ৪৭ জুড়েই অধিষ্ঠান করছেন তাঁরা। বলা যেতে পারে, মেধাতালিকায় ছেলেদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন অধিশা, অর্পিতা, তিতলি, সায়ন্তিকা, কোয়েল, স্নেহা, শ্রেয়ারা। ফলাফলের সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, এবছর মোট ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬২ জন ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে সফল হয়েছেন। যেখানে সফল ছাত্রের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৮০। অর্থাৎ, ছাত্রদের তুলনায় সফল ছাত্রীসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪৬ হাজার বেশি। ছেলেদের পাসের হার ৯০.১৯ শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ৮৬.৯৮ শতাংশ। তবে, সার্বিকভাবে পাসের হারে মেয়েরা একটু পিছিয়ে থাকলেও, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ছেলেদের পিছনে ফেলে পাসের হারে এগিয়ে গিয়েছেন মেয়েরা। পূর্ব মেদিনীপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মিলেছে কন্যাশ্রীদের এগিয়ে থাকার সেই চিত্র। কিছু জেলায় পাসের হারে ছাত্রদের ছুঁই ছুঁই ছাত্রীরা। আর সার্বিক ফলাফল! সেখানে তো বলে বলে ছক্কা মেরেছেন ছাত্রীরা। দেখা গিয়েছে, 'ও' গ্রেড (৯০-১০০) প্রাপক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের আধিক্য। এই গ্রেড পাওয়া মোট ৪৭ হাজার ২০৩ জনের মধ্যে ছাত্রী ২৬ হাজার ৫২১ জন ও ছাত্র ২০ হাজার ৬৮২ জন। 'এ+' গ্রেড (৮০-৮৯) পাওয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৬১ হাজার ৪৫৩ জন ও ছাত্রী ৭৬ হাজার ৯০৯ জন। একইভাবে মেয়েরা এগিয়ে 'এ' (৭০-৭৯), 'বি+' (৬০-৬৯) গ্রেড প্রাপকদের মধ্যেও। আবার 'সি' (৪০-৪৯) এবং 'পি' (৩০-৩৯) গ্রেড প্রাপকদের মধ্যে ছাত্রদের থেকে পিছিয়ে ছাত্রীরা। যা সার্বিকভাবে মেয়েদের ভাল ফলাফলের দিকেই ইঙ্গিত করে।

প্রেসিডেন্সি-যাদবপুরে আলাদা প্রক্রিয়া

ভর্তিতে অভিন্ন নিয়ম ৫০০-র বেশি কলেজে

দীপঙ্কর মণ্ডল

স্টাফ রিপোর্টার : ফল প্রকাশের পরের দিন থেকেই শুরু হয় স্নাতকে ভর্তি প্রক্রিয়া। কিন্তু এবার তা হচ্ছে না। শুক্রবার প্রকাশ হয়েছে ফল। মার্কশিট মিলবে ২০ জুন। এবার কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হবে বলে আগেই জানিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর। একটি নির্দিষ্ট পোর্টালে আবেদন করতে হবে সবাইকে। রাজ্যের প্রায় ৫৫০টি ডিগ্রি কলেজের জন্য প্রকাশ হবে একটাই মেধা তালিকা। ভর্তিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে দফতর। তবে পাঁচ শতাধিক কলেজে অভিন্ন নিয়মে ভর্তি প্রক্রিয়া হলেও প্রেসিডেন্সি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতির মধ্যে থাকবে না। আগের নিয়মে ভর্তি নেওয়া হবে। প্রেসিডেন্সির অ্যাডমিশন কমিটি এদিন বৈঠকে বসে। প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতকে ভর্তির পক্ষে মত দেন কমিটির সদস্যরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও যে বিষয়গুলিতে প্রবেশিকা হত তা ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরের দিন থেকেই বিএ, বিএসসি, বিকমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। কয়েক বছর ধরে অনলাইনে কলেজের ফর্ম তুলে জমা দেন পড়ুয়ারা। উচ্চশিক্ষা দফতর একটি নতুন পোর্টাল তৈরি করছে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে। উচ্চমাধ্যমিকস্তরে প্রাপ্ত নম্বর ও পছন্দের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জানাতে হবে। এরপর মেধার ভিত্তিতে সংরক্ষণ মেনে চলবে ভর্তি প্রক্রিয়া। প্রথম দু'দফা পরেও আসন ফাঁকা থাকলে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজের মতো ছাত্রছাত্রীদের নিতে পারবে।

মেয়ের স্মৃতিই শুধু সম্বল, কাঁদছেন দম্পতি

স্টাফ রিপোর্টার, কৃষ্ণনগর: উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর ৩৭৫। যথেষ্ট ভাল নম্বরই বলা চলে। এমন নম্বর পাওয়ার পর কোনও পড়ুয়ার বাড়ির লোকজনের আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু, এখানে পরিস্থিতি ভিন্ন। বাড়ি একমাত্র মেয়ের উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট জানার পর থেকেই অঝোরে কেঁদে চলেছেন তার মা। কারণ, এত ভাল রেজাল্ট দেখার জন্য মেয়ে আজ পৃথিবীতেই নেই।

৪ মে বুধবার রাতের ঘটনা। নদিয়ার রানাঘাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চিলড্রেনস পার্কের কাছে একটি বেসরকারি আবাসনের পাঁচতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন বছর আঠারোর অনুষ্কা ঘোষ। ওই আবাসনে বাবা বিশ্বনাথ ঘোষ এবং মা টুম্পা ঘোষের সঙ্গে থাকতেন অনুষ্কা। এবার রানাঘাট ব্রজবালা গার্লস হাইস্কুল থেকে তিনি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান অনুষ্কার সঙ্গে রানাঘাটের আনুলিয়ার একটি ছেলের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই অবসাদে তিনি আত্মঘাতী হন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। তদন্তে নেমে আত্মহত্যার প্ররোচনার দায়ে রানাঘাট থানার পুলিশ সৌরভ সাহা নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে।

এদিকে, প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও মেয়ের মৃত্যুশোক ভুলতে পারেননি টুম্পাদেবী। সেদিনের ঘটনার পর থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রানাঘাট কামারপাড়ায় তাঁর বোনের কোয়ার্টারেই রয়ে গিয়েছেন তিনি। শুক্রবার সকালে অনুষ্কার ৩৭৫ নম্বর পেয়ে ভালভাবে পাসের খবর জানতে পারেন বাড়ির সকলে। মেয়ের রেজাল্ট জানার পর থেকে আরও মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন তিনি। অনুষ্কার মাসি মিঠু দত্ত বলেন, "যে এমন রেজাল্ট করল, সে-ই তো নেই। তাই ভাল রেজাল্ট দেখে কাকে নিয়ে আনন্দ করব? আমাদের এখন কান্না ছাড়া আর কোনও পথ নেই।"

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে তখনও ভেসে আসছিল অনুষ্কার মায়ের কান্নার শব্দ।

● উচ্ছ্বসিত উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর ছাত্ররা। কোচবিহারে। —দেবাশিস বিশ্বাস

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ছাত্রদের তুলনায় এগিয়ে ছাত্রীরা

স্টাফ রিপোর্টার: মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও সংখ্যালঘু মেয়েদের সাফাল্য নজর কেড়েছে। সংখ্যালঘু ছাত্রদের তুলনায় পাশের হারে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রীরা। মেধা তালিকায় ২১ জন সংখ্যালঘু পড়ুয়া রয়েছে। যার মধ্যে ১৩ জন ছাত্রী। এবারে উচ্চমাধ্যমিকে সংখ্যালঘু ছাত্র পাসের হার ৪০.৫৭ শতাংশ। সেখানে ছাত্রীদের হার ৫৯.৪৩ শতাংশ। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট মেয়েরা অন্ধকার ঠেলে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে। এর পিছনে কন্যাশ্রীর সফলতা দেখছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অন্যদিকে ছেলেদের পিছিয়ে পড়ার পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা। শৈশবের গণ্ডি পার না হতেই সংসারে রুজিরুটি জোগাতে স্কুলছুট হচ্ছে ছেলেরা। প্রতীচী ট্রাস্টের রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর সাবির আহমেদ বলেন, ''কন্যাশ্রী প্রকল্পের পর থেকে সংখ্যালঘু মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা নেই। সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ দরিদ্র শ্রেণি।''

প্রতিবন্ধকতা টপকে পাসের হারে চমক

উজ্জ্বল জঙ্গলমহল

সুনীপা চক্রবর্তী ও সুমিত বিশ্বাস

পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম: কোভিড-ওমিক্রনের থাবা। তারপরেও মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও উজ্জ্বল জঙ্গলমহল। পাসের হারে রীতিমতো রেকর্ড পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার। এমনকী বাঁকুড়ারও। পাসের হারের নিরিখে পূর্ব মেদিনীপুরের পরেই জঙ্গলমহল পশ্চিম মেদিনীপুর। তৃতীয় ঝাড়গ্রাম, রেকর্ড গড়ে একেবারে চতুর্থ স্থানে পুরুলিয়া। সাম্প্রতিককালে উচ্চমাধ্যমিকে এমন উদাহরণ নেই বনমহলের এই জেলার। পিছিয়ে নেই জঙ্গলমহলের আরেক জেলা বাঁকুড়াও। যে সাতটি জেলায় পাসের হার ৯০ শতাংশের বেশি তার মধ্যেই জঙ্গলমহলের চার জেলা এবার জায়গা করে নিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে পাসের হার ৯৬.৩৯, ঝাড়গ্রামের ৯৩.৭৩, পুরুলিয়ায় ৯৩.২৭ শতাংশ।

এ গেল পাসের হার। আর মেধা তালিকার দিকে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে, বাঁকুড়ার মোট ৫৭ জন মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে যা একেবারে রেকর্ড। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তনেরই ২২ জন পড়ুয়া মেধাতালিকায়। পুরুলিয়ায় অবশ্য মেধা তালিকায় দু'জন, ঝাড়গ্রামে একজনও না থাকলেও সামগ্রিক ফলাফলে বিগত বছরগুলোকে ছাপিয়ে গিয়েছে। দুধকুন্ডি এসসি হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক তপনকুমার পাত্র বলেন, "এই জেলায় মেধা তালিকায় একজনও ঠাঁই না পেলেও সামগ্রিকভাবে ভাল ফল হয়েছে। কোভিড-ওমিক্রন-এর প্রতিবন্ধকতা থাকলেও পাসের হারে এই জেলাকে উজ্জ্বল করেছে।" পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বারিদবরণ মিশ্র বলেন, "মেধা তালিকায় জেলার ছেলে-মেয়েরা সেভাবে জায়গা না পেলেও সামগ্রিকভাবে ফল বেশ ভাল হয়েছে।" প্রান্তিক জনজাতির পড়ুয়ারাও উল্লেখযোগ্য ফল করেছে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায়। দক্ষিণ বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের কাটিয়াম গ্রামের প্রশান্ত শবর ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছেন।

করোনাকালে পড়ুয়াদের অধিকাংশ সময় অনলাইনে ক্লাস করতে হলেও পাসের হারে তার প্রভাব ফেলতে দেননি পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের হাতে স্মার্টফোন না থাকায় অনলাইন পড়াশোনা সেভাবে না হওয়ার বাধা ঠেলেও মুখ উজ্জ্বল করেছে ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মতো প্রান্তিক জেলা।

মাধ্যমিকের মেধা বিচ্ছুরিত উচ্চমাধ্যমিকেও

নিরুফা খাতুন

স্টাফ রিপোর্টার : মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় থাকা বেশ কয়েকজনের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা গেল উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায়। প্রথম দশে থাকা ২৭২ জনের মধ্যে এমন কয়েকজনকে পাওয়া গিয়েছে যাঁরা ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সমানভাবে উজ্জ্বল। মাধ্যমিকে অন্যতম ষষ্ঠ মানকুণ্ডুর সোহম দাস এবার উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম ষষ্ঠ। আইআইটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চান। খেলাধুলো এবং পড়াশোনা পছন্দ। দিনে ১৪ ঘণ্টা পড়াশোনা করে সাফল্য এসেছে বলে জানিয়েছেন হুগলির এই পড়ুয়া। কাটোয়ার কাশীরামদাস বিদ্যায়তনের ছাত্র অভীক দাস। যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান দখল করেছেন অভীক। ২০২০ সালের মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছিলেন এই ছাত্র। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চান বলে জানিয়েছেন এই কৃতী। রাজ্যের অন্যতম নবম স্থানাধিকারী আসানসোল কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধ্যমিকেও তিনি অন্যদের সঙ্গে নবম স্থান দখল করেছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তবে শুভদীপ আদতে পুরুলিয়ার বাসিন্দা। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আসানসোলে মামার বাড়িতে গত দু'বছর অনলাইনে পড়াশোনা করতে হয়েছে। কৃতী এই ছাত্র জানিয়েছেন, পড়াশোনা ছাড়াও তিনি গিটার বাজাতে, ভ্রমণ ও গান শুনতে ভালবাসেন।

নম্বর ৪১৩, শুধু ছেলেটাই নেই

অতুলচন্দ্র নাগ

ডোমকল : ফ্রেমে বাঁধানো ছেলের ছবি। ছেলের উচ্চমাধ্যমিক পাসের সার্টিফিকেটও ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে থাকবে। এই শংসাপত্র যে আর কোনও কাজে লাগবে না।

রানিনগর থানার মোহনগঞ্জ ঘোষপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন মানব ঘোষ। নবিপুর সরলাবালা হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেন তিনি। ২৯ এপ্রিল তিনি মারা যান। ছেলের মৃত্যুর পর বাবা-মা অনেকটাই শোক সামলে উঠেছিলেন। শুক্রবার ছেলের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল জানতে পারেন তাঁরা। ৪১৩ নম্বর পেয়ে মানব উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু ছেলেই নেই। শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার।

ছেলের মানবের ছবি হাতে বাবা-মা।

ছেলের ফলাফল জানার পর বাবা মানিক ঘোষ বলেন, "ছেলের পড়াশোনার প্রতি ঝোঁক ছিল বেশ ভাল। মাধ্যমিকে সে কয়েকটা বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছিল। লকডাউনে স্কুল খোলেনি। তাতে খুব বিরক্ত হত। পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছেলে। তারপর হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছেলে ফিরল না।" স্থানীয় সূত্রের খবর, মানবের গোপনাঙ্গে একটি ফোড়া হয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ ছিল। শোকার্ত মা শ্রাবণী ঘোষ ও বাবা মানিক ঘোষ ভাল রেজাল্ট হওয়ায় ছেলের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, "এই রেজাল্ট নিয়ে কী করব রে বাবা, তুই তো আর বাড়ি এলি না। কে করবে তবে তোর চাকরি বল।" সব শুনে প্রতিবেশীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। প্রতিবেশী শাহানাজ পারভিন জানান, "খুব ভাল ছিল ছেলেটা। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। কী জানি ঈশ্বর কেন যে ভাল মানুষগুলোকে তাড়াতাড়ি তুলে নেয়, বুঝি না।"

মানবের বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইজাজুল হোসেন বলেন, "মানবকে নিয়ে কিছু বলার মতো ভাষা নেই। ক্লাসে ভাল ছাত্র ছিল। টেস্ট পরীক্ষায় স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পরীক্ষাটা তো হাসপাতালে বসে দিয়েছে। এই অবস্থার ৪১৩ নম্বর পেয়ে পাসটাও খারাপ নয়। বেচে থাকলে কত আনন্দই না করতেন বাবা-মা। সেটা না পারাতেই কষ্ট পাচ্ছি বেশি।"

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাবীরা

■ **প্রথম (৪৯৮) :** অধীশা দেবশর্মা-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল।

■ **দ্বিতীয় (৪৯৭):** সায়নদীপ সামন্ত-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন।

■ **তৃতীয় (৪৯৬) :** রোহিন সেন-পাঠভবন, সোহম দাস-হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, অভীক দাস-কাটোয়া কাশিরাম দাস ইনস্টিটিউশন, পরিচয় পারি-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন।

■ **চতুর্থ (৪৯৫):** সৌম্যদীপ মণ্ডল-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, কিংশুক রায়-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, প্রীতম মিদ্যা-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, অর্পিতা মণ্ডল-পাথরমোড়া হাই স্কুল, অনুষ্কা ভট্টাচার্য-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, তিতলি বন্দ্যোপাধ্যায়-আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল, আনন্দরূপা মুখোপাধ্যায়-রহিমপুর নবগ্রাম হাই স্কুল, নীতীশকুমার হালদার-হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল।

■ **পঞ্চম (৪৯৪):** চন্দ্র মণ্ডল-হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশন, দেবাঙ্কা সাহা-রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবন, সায়ন্তিকা ভুঁইয়া-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, সানা দাস-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, কোয়েল চক্রবর্তী-ওন্দা হাই স্কুল, দিৎসা সূত্রধর-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, সোমনাথ পাল-বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তন, প্রভাত দত্ত-সোনামুখী বি জে হাই স্কুল, খালিদ মুসাইব নওয়াজ-দক্ষিণডিহি হাই স্কুল, অদিতি সাহানা-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, মিষ্টি পাত্র-পাথরমোড়া হাই স্কুল।

■ **ষষ্ঠ (৪৯৩):** আকাশ ঘোষ-বালুরঘাট হাই স্কুল, জীতেশ বসাক-হেমতাবাদ আদর্শ বিদ্যালয়, অগ্নিক ভৌমিক-বেঙ্গাই হাই স্কুল, প্রণীতকুমার দাস-ঔরঙ্গাবাদ হাই স্কুল, যোজনগন্ধা দাস-বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল, অরিত্র মাইতি-রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুল, শুভজিৎ মাল-অক্ষয়নগর কুমার নারায়ণ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন হাই স্কুল, রণদীপ ঠাকুর-পাঠভবন, মৈনাক প্রসাদ-বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির, সম্প্রীতি প্রধান-সবং সারদাময়ী এইচ এস স্কুল, রিনি রাউল-সবং সারদাময়ী এইচ এস স্কুল, স্নেহাশ্রী সামন্ত-দেবীপুর মিলন বিদ্যাপীঠ, শিল্পা পাল-দেবীপুর মিলন বিদ্যাপীঠ, সোমা গড়াই-গোয়ালতোড় গার্লস হাই স্কুল, উদয় দাস-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, প্রকৃতিপর্ণা দে-নারাহ হাই স্কুল, অন্বেষা চক্রবর্তী-গড় রাইপুর হাই স্কুল, সৃজনী কুণ্ডু-মালডাঙা আর এম ইনস্টিটিউশন, বেদপ্রণা শীট-পিররাবনি হাই স্কুল, মহম্মদ বুলবুল ইসলাম-মুক্তারপুর হাই স্কুল, বর্ষা পারভিন-শীলবাড়িহাট হাই স্কুল, পার্থসারথি সাহা-বালুরঘাট হাই স্কুল, তিস্তা দত্ত-বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুল, দেবাদিত্য গোস্বামী-নঘরিয়া গার্লস হাই স্কুল, ভানুরবি দাস-বক্সিগঞ্জ আবদুল কাদের সরকার হাই স্কুল, মুসফিকা পারভিন-নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাই স্কুল, পিয়ালী সেন-মণীন্দ্রনাথ হাই স্কুল, ঋদ্ধিমান বিশ্বাস-জেনকিন্স স্কুল, স্নেহা দাস-দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ, পৃথা কুইতি-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, শ্রীকৃষ্ণ সামন্ত-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, অঙ্কজা পাল-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির।

■ **সপ্তম (৪৯২):** অর্চিষ্মান মান্না- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, অঙ্কিত ভড়- হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, অনন্যা মণ্ডল- বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, মৌমিতা বিশ্বাস- আনন্দ আশ্রম সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস, সূর্যানী মণ্ডল-বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী গার্লস হাই স্কুল, চন্দ্রিমা মণ্ডল-ডায়মন্ডহারবার হাই স্কুল, সুমনা সাহু-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, সৃজিতা সিনহা-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, শ্রেয়া দাস-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, কাজি শামিম এহসান-বালিগঞ্জ গভঃ হাই স্কুল, পিঙ্কি খাতুন-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, রৌনক মণ্ডল-মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল, শান্তনু পাল-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, প্রতীক মণ্ডল-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, আরাত্রিকা মুখোপাধ্যায়-খড়ার শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির, ঋচিক সামন্ত-ব্যবত্তারহাট আদর্শ হাই স্কুল, ইতিরানি পাত্র-মৈশালি ত্রৈলোক্য বিদ্যাপীঠ, শুভদীপ মুদি-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, সায়ন্তন গড়াই-ওন্দা হাই স্কুল, সুমন কুণ্ডু-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, অয়নদীপ ষন্নিগ্রাহী-বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল, রিমা কর্মকার-কেঞ্জাকুড়া দামোদর বালিকা বিদ্যালয়, ঋতম লাহা-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, রীতেশ মণ্ডল-বড়জোড়া হাই স্কুল, দেবাঞ্জন চট্টরাজ-বড়জোড়া হাই স্কুল, অনন্যা চক্রবর্তী-মল্লারপুর হাই স্কুল, শুভজিৎ মণ্ডল-নবনালন্দা শান্তিনিকেতন এইচএস স্কুল, সৌমি প্রামাণিক-আনন্দগড় রমানাথ হাই স্কুল, সুদীপ চেল-কংসাবতী শিশু বিদ্যালয় (হাই), বিজন বর্মন-বালুরঘাট হাই স্কুল, নীলাঞ্জনা সিনহা-বার্লো গার্লস হাই স্কুল, পূর্বালী পাল-সুনীতি অ্যাকাডেমি, অস্মিতা দাস-মণীন্দ্রনাথ হাই স্কুল, শিবম দেব-জেনকিন্স স্কুল, আয়ুষ্কা ভৌমিক-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, রীতা হালদার-হায়দারপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাই স্কুল, অভীপ্সা পাত্র-খাতড়া হাই স্কুল।

■ **অষ্টম (৪৯১):** সৌম্যদীপ ঘোষ-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, সমাদৃতা দাস-জলপাইগুড়ি গভঃ গার্লস হাই স্কুল, অনন্যা দেব-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, মনোময় কবিরাজ-নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, সৌমেন পাত্র-বামনগড় সুবলা হাই স্কুল, সৌম্যজিৎ দাস-নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন, সৌভিক দাস-চেতলা বয়েজ হাই স্কুল, স্বাগতম গোস্বামী-নবনালন্দা হাই স্কুল, মানালি চৌধুরি-হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাই স্কুল, অয়ন বিশ্বাস-নর্মদা হাই স্কুল, নয়ন দাস-কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন, রাজেশ মিশ্র- কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন, শ্রবণা বাগ-কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল, শর্মিষ্ঠা ঘোড়াই-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, শেখ রাহুল হোসেন-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, সৌম্যদীপ সামন্ত-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, রাজর্ষি পাত্র-সবং সারদাময়ী এইচএস স্কুল, অন্বেষা ভট্টাচার্য-সবং সারদাময়ী এইচএস স্কুল, জয়িতা ঘোড়াই-পরানচক শিক্ষা নিকেতন, মৌসুমি দাস-নাচিন্দা জে কে হাই স্কুল, কিরণশঙ্কর মাইতি-দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল, কার্তিক মণ্ডল-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, রিমা পান্ডা-ওন্দা হাই স্কুল, মমতা দণ্ডপাট-নারাহ হাই স্কুল, সুমনা হালদার-কেঞ্জাকুড়া মোলেবনা হাই স্কুল, শুভজিৎ মণ্ডল-বৈতাল গোপেশ্বর পাল বিদ্যাপীঠ, স্নিক্তা ষন্নিগ্রাহী-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, মৈত্রেয়ী দে-পাঁচমুড়া হাই স্কুল, জয়দীপ দত্ত-কমলপুর নেতাজি হাই স্কুল, ঈশিতা মহাপাত্র-গড় রাইপুর হাই স্কুল, মৈত্রেয়ী নাথ-সারাঙ্গা হাই স্কুল, প্রিয়াঙ্কা আদক-বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুল, রূপসা নায়ার-বিষ্ণুপুর পাবলিক স্কুল হাই, সৌমাশ্রী দাস-কালীঘাট স্মৃতি নারী শিক্ষানিকেতন, সাহিনা খাতুন-কালীঘাট স্মৃতি নারী শিক্ষানিকেতন, দেবপ্রিয় চক্রবর্তী-বীরভূম জেলা স্কুল, প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য-হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, মনিরা খাতুন-জামালপুর হাই স্কুল, অগ্নিক চক্রবর্তী-বালি হাই স্কুল, অনুনয় চাল-চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির, সুমায়া খাতুন-গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়, প্রত্যয় মুখার্জি-মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, অনিব্রত দেববর্মন-মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণআশ্রম বিদ্যালয়, প্রিয়াংশু রায়-গাজোল এইচএনএম হাই স্কুল, রুমানা খাতুন-নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাই স্কুল, সম্পদ রায়-দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ, শাবেনুর হুসনি-হেমতাবাদ আদর্শ বিদ্যালয়, পূর্বাশা কুণ্ডু-নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়, অঙ্কন সাহু-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, অর্পিতা পাল-পলাশকলা গোপালপুর হাই স্কুল, অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায়-সবং সারদাময়ী এইচএস স্কুল, কেকা রায়-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, নীলা কোনার-সাঁইথিয়া হাই স্কুল, সাহেব দাস অধিকারী-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, সৈকত রায়-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন।

■ **নবম (৪৯০):** সৌমেন বর্মন-দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল, সৈয়দ মুস্তাক আহমেদ-মুক্তারপুর হাই স্কুল, পার্থিব সেন-নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-আসানসোল কলেজিয়েট স্কুল, সৌম্যপ্রভ দে-কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হাই স্কুল, ঈশিকা মণ্ডল-আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল, বৈশাখী দাস-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, তুহিন দাস-বামানগর সুবালা হাই স্কুল, স্বাতী শুক্লা-খালসা হাই স্কুল, অভি মণ্ডল-বারুইপুর হাই স্কুল, সোনাদীপা প্রধান-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, চয়ন হালদার-হরিণডাঙা হাই স্কুল, অনির্বাণ জানা-কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন, অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়-স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ, স্নিতা ভুঁইয়া-বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ গার্লস হাই স্কুল, শতস্মিত মহাপাত্র-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, মণিকা বাঁকুড়া-সবং সারদাময়ী এইচএস স্কুল, অমিয় শাসমল-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, প্রিয়ব্রত মাজি-কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউশন, সুশান্ত বাগ-দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল, অরিন্দম বড়াই-দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল, স্বপ্ননীল রায়-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, সোমনাথ পাইন-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, শান্তি লোহার-সাবড়াকোণ হাই স্কুল, সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-অম্বিকানগর হাই স্কুল, পিকলু মণ্ডল-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, শুভদীপ পাত্র-গড় রাইপুর হাই স্কুল, সেবক দুবে-গড়গড়িয়া সুভাষ হাই স্কুল, দেবাশিস সাহা-পাটুলি হাই স্কুল, অগ্নিভ সাহা-বীরভূম জেলা স্কুল, শ্রীদাত্রী সামন্ত-তিরোল হাই স্কুল, চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়-সাঁইথিয়া টাউন হাই স্কুল, সৌমি মণ্ডল-কোটাসুর হাই স্কুল, তুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-সাঁইথিয়া হাই স্কুল, রিংকু ভুঁই-ডুমুড়তোড় বাগবাদিনি হাই স্কুল, বিবেক কুণ্ডু-বোরা মধুসূদন হাই স্কুল, পল্লবী মণ্ডল-পুখুরিয়া সুরেশচন্দ্র হাই স্কুল, অরুণিমা নায়েক-তাজপুর রামচরণ হাই স্কুল, দেবপ্রিয় দাঁ-কংসাবতী শিশু বিদ্যালয় (হাই), সৌহার্দ্য ভট্টাচার্য-এমসি উইলিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, তুলিকা দাস-পাতিরাম হাই স্কুল, দেবলীনা পাল-গঙ্গারামপুর হাই স্কুল, সপ্তর্ষি ঘোষ-রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, দেবদীপ চক্রবর্তী-এসি ইনস্টিটিউশন, টিনা থোকদার-ভালুকা আরএমএম বিদ্যাপীঠ, শুভম কুণ্ডু-গাজোল এইচএনএম হাই স্কুল, সুকান্ত বর্মন-জেনকিন্স স্কুল, কৌলিক বর্মা-জেনকিন্স স্কুল, মিতালি বর্মন-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, সামশাদ হোসেন-হেমতাবাদ আদর্শ বিদ্যালয়, শ্রেয়সী দাস-কালিয়াগঞ্জ সরলাসুন্দরী হাই স্কুল, সঙ্গীতা শীট-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, শ্রাবণী দত্ত-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, ইন্দ্রদীপ ধর-ঔরঙ্গাবাদ হাই স্কুল।

■ **দশম (৪৮৯):** অদ্রিতা মণ্ডল-বংশীহারি হাই স্কুল, আকাতা গঙ্গোপাধ্যায়-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, কোয়েল রায়-গোপালগঞ্জ রঘুনাথ হাই স্কুল, শুভদীপ চেল-রানিবাঁধ হাই স্কুল, স্নেহা পাল-কমলপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস হাই স্কুল, সীমা কর্মকার-ভেতিয়াড়া মিলনী বিদ্যাপীঠ, সৃজা মণ্ডল-কৈলাসচন্দ্র সাধুখাঁ হাই স্কুল, মিলি কুণ্ডু-ময়ূরেশ্বর গার্লস হাই স্কুল, সমীর গড়াই-জানুবাজার পীতাম্বর হাই স্কুল, ত্রিনয় দাস-বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির, পূর্ণেন্দু কয়াল-বামানগর সুবালা হাই স্কুল, অস্মি চৌধুরি-অশোকনগর বাণীপীঠ গার্লস হাই স্কুল, সঞ্জনা পাণ্ডে-ন্যাশনাল হাই স্কুল শরৎ বোস রোড, জয়ব্রত বিশ্বাস-হাজরাপুর হাই স্কুল, সৌহার্দ্য ঘোষ-কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল, সুমন কল্যাণ মাইতি-অক্ষয়নগর কুমার নারায়ণ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন হাই স্কুল, রোদ্দুর মণ্ডল-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, সৌম্যদীপ গিরি-নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির, দেবলীনা সাহা-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, আদিত্য সাহা-পাঠভবন, রিয়াঙ্কা মাহাতো-ন'পাড়া হাই স্কুল, অঙ্কিতা রায়-রাজবল্লভপুর হাই স্কুল, শৈলেশ জানা-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, পবিত্র বেরা-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, আকাশ ঘোষ-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, দেবমিতা পাড়িয়া-সবং সারদাময়ী এইচএস স্কুল, প্রিয়া আচার-দারিয়ালা ভীমচরণ হাই স্কুল, বুদ্ধদেব দাস-চঙ্গরাচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, সন্দীপন বেরা-চঙ্গরাচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, দেবলীনা ভৌমিক-কৃষ্ণগঞ্জ কৃষিশিল্প বিদ্যালয়, নিশাত রিফা খান-রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী গার্লস স্কুল, সৌনক আচার্য-কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউশন, অনির্বাণ নায়েক-মরিশদা বিজয়কৃষ্ণ জাগৃহি বাণীপীঠ, মৌলি মাইতি-বড়বড়িয়া হাজরা বিদ্যাপীঠ, স্বপ্ননীল দাস-ইশমালিচক ময়না জগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, সায়ক রায়-দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল, শুভ ভট্টাচার্য-চাঙ্গুয়াল কন্দর্পপুর প্রণবেশ বিদ্যায়তন (এইচএস), সজল বাউড়ি-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, দীপ্তিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সারেঙ্গা মহাত্মাজি স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, পূজা চক্রবর্তী-নারাহ হাই স্কুল, প্রিয়ব্রত বাউড়ি-বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, অর্পিতা নায়েক-সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল, শুভদীপ লায়েক-বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল, অরণ্য সিংহ-কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশন, সোহম মণ্ডল-বাঁকুড়া জিলা স্কুল, অদ্রীশ মণ্ডল-কোটালপুর হাই স্কুল, শঙ্খ শুভ্র-বেলিয়াতোড় হাই স্কুল, সৌম্যদীপ কুণ্ডু-ইছাপুর শ্রী গদাধর হাই স্কুল, তিয়াশা পাল-ইছাপুর শ্রী গদাধর হাই স্কুল, নেহা নাসরিন-মালডাঙা আরএম ইনস্টিটিউশন, পৃথা অধিকারী-বনপাস শিক্ষানিকেতন, বিপ্লব মণ্ডল-তারকেশ্বর হাই স্কুল, সুপ্রিয়া পাল-বড়রা হাই স্কুল, ঋশিতা মণ্ডল-জামালপুর হাই স্কুল, সোহেল মল্লিক-সোদপুর হাই স্কুল, তানিয়া মল্লিক-বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখার্জি হাই স্কুল, শুভঙ্কর সাহা-মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, সৌম্যরঞ্জন জেনা- এলিট কো-এড (সেল্ফ ফিনান্সিং প্রাঃ), শ্রাবণী মণ্ডল-পুখুরিয়া সুরেশচন্দ্র হাই স্কুল, শবনাজ সুলতানা-সিহোল হাই স্কুল, চন্দ্রিমা পাল-তুফানগঞ্জ এনএনএম হাই স্কুল, রৌনক মুখোপাধ্যায়-জেনকিন্স হাই স্কুল, প্রেরণা বর্মন-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, ঋতম বর্মন-দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাই স্কুল, শ্রেষ্ঠা রায়-ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ, অনিন্দিতা দাস-রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল, রাজশ্রী দাস অধিকারী-সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, সৌম্যদীপ করন-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন, শুভজিৎ শাসমল-জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তন।